Message of success and sympathy :—

It is, no doubt, a matter of great joy and glory of the poor writer that the world poet, the most revered Mr. R. N. Tagore was certainly very pleased to go through his poor writings and gave him thanks.

এ, সি, কাপুড়িয়া, হেড মাষ্টার

প্রণীত।

চাঁচুড়ী পুরুলিয়া, যশোহর।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীনিশিকান্ত সিকদার
দি নিউ ন্যাশান্যাল আর্ট প্রেস,
৪ নং যুগল কিশোর দাস লেন,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীবলাই চরণ ঘোষ
৭৯-এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

স্বর্গীয়া মা !

শক্তিহীন সন্তানের এই অকিঞ্চিৎকর শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ কর। সন্তানের এই সাহিত্য সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হইতে আশীর্ব্বাদ কর। মায়ের অনুগ্রহ ব্যতীত সন্তান কিছুই করিতে পারে না, এমন কি, বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না। তাই, মা ! তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সন্তান এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছে। ইচ্ছাময়ী ! ইহাও তোমার শুভেচ্ছা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

অধম সন্তান—

অবিনাশ।

নিবেদন

—: * :—

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বন্ধুগণ! গত ১৩৪৪ সনে বৈশাখ মাসের এক শুভদিনে চাচুড়ী পুরুলিয়া গ্রামে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সুধীবন্ধুগণ লইয়া পরম মঙ্গলজনক একটি নৈতিক-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। কোন গ্রাম বিশেষকে বৈশিষ্ট্য না দিয়া সঙ্ঘ, জেলার নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য যশোহর ভক্ত-সঙ্ঘ নাম গ্রহণ করে। তদবধি এই শিশু-সঙ্ঘের কর্ম্মস্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নীরবে ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে।

মঙ্গলময় শ্রীশ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং সুধীবন্ধুবর্গের শুভেচ্ছায় দীন লেখক তাহার চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে আদৌ কবি বা কোন উচ্চশিক্ষিত লোক নয়; সুতরাং এখানে কাব্য বা পাণ্ডিত্য আশা করা যায় না। লেখক সর্ব্বতোভাবে শূদ্র এবং ক্ষুদ্র, কারণ সে একজন চির-দরিদ্র এবং চিরোপেক্ষিত বাঙালার স্কুল মাষ্টার মাত্র। শিক্ষক সর্ব্বদাই অভাবে; যেহেতু তাহাতে ভাবেরও সম্পূর্ণ অভাব।

পুরাণের সে পুরাণ বিষয়সমূহের পুনরালোচনা না করিয়া, লেখক যথাসম্ভব সাধারণ বিষয় সকল অবলম্বনপূর্ব্বক সাধারণভাবে সত্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। ভাল কথার মিছেও ভাল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই লেখক এ উদ্যম করিয়াছে। ভগবানের মঙ্গলেচ্ছায় জীব সকল জগতে আসিয়া থাকে সত্য; কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ইত্যাদি তাহাদের পরিপুষ্টির সহায় হইয়া থাকে। যেমন ব্যক্তি ব্যতীত

জাতি, ব্যষ্টি ব্যতীত সমষ্টি এবং অনুব্যতীত স্থান সম্ভব হয় না, সেইরূপ মিথ্যা সত্যে, দুঃখ সুখে, পতন উত্থানে এবং নিষ্ফলতা সফলতায় পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে।

জন্মই মৃত্যুর সূচনা করে বা জন্মের মধ্যেই মৃত্যু প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। জন্ম সর্ব্বদা মৃত্যু বা কালকেই ইঙ্গিত করিয়া আসিতেছে। কর্ম্ম সর্ব্বদা কালকে প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র। আর জন্মের আনন্দই মৃত্যুতে দুঃখ দান করিয়া থাকে। যেখানে জন্মে আনন্দ নাই, সেখানে মৃত্যুতেও দুঃখ নাই। মোটের উপর, আসক্তিই দুঃখের প্রসূতী। সংসারে আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত ভাবটাই অতি মধুর এবং স্বর্গীয়। বাস্তবিক, এই সত্য একমাত্র সাধনার ধন এবং মুক্তির কারণ, সন্দেহ নাই।

মনুষ্য সর্ব্বদাই ত্রুটিযুক্ত বা অসম্পূর্ণ: সুতরাং ত্রুটির আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন এবং নীতিবিরুদ্ধ। দুষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যেমন আত্মা দুষ্ট হয়, দোষের আলোচনাও বাস্তবিক সেইরূপ হইয়া থাকে। তবে ছোট মুখে বড় কথার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই দীন লেখকের নিবেদন। ইতি ১৩৪৭ সাল।

বিনীত লেখক—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কাপুড়িয়া

সূচী

দীন লেখক—

এ, সি, কাপুড়িয়া, হেড মাষ্টার

চাঁচড়ী পুরুলিয়া, যশোহর।

পুষ্পাঞ্জলী

দেবতা।

ওগো মোর হৃদয় দেবতা !   ওগো মোর সাধনা কামনা !
জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ-পুরাণ দিতে না পারে তব ঠিকানা।
কোন্ অচেনা অজানা আঁধার বা আলোকে তোমার বাস,
জানিতে কেন বাসনা সতত জাগে এ হৃদয় আকাশ ?
তোমার মহিমা তোমার গরিমা কিছুই জানে না নরে।
তবু, কেন তারা সতত তোমারে খুঁজে খুঁজে শুধু মরে ?
তুমি যে মোদের খোঁজের বাহিরে জানে সবে তাহা ভাল।
তবে কেন তুমি লুকোচুরি করি জ্বাল সে খোঁজের আলো ?
সম্পদে যদি বা তোমার কথা নাহি থাকে মোদের মনে,
পড়িলে বিপদে সতত তোমারে ডাকে কেন জগজ্জনে ?
সদা নাম ধর তুমি বিপদবারণ দীনবন্ধু হরি।
তাই, বুঝি তুমি ডুবিয়ে রাখ নরে বিশ্ববিপদবারি ?
স্মরণ করাতে তোমাকে হে তুমি চেষ্টা কর সদা প্রভু।
অবোধ অজ্ঞান আমরা সন্তান না বুঝি মহিমা কভু ॥

অসীম অনন্ত অনাদি তুমি হে রয়েছ বিশ্ব-ব্যাপিয়া।
চক্ষুষ্মান অন্ধ আমরা কভু না পাই তোমায় খুঁজিয়া ॥
সম্পদে ভুলিয়া সদা বিপদে কেবল তোমায় ডাকিলে,
অভিমান-ভরে সে ডাক তুমি কভু না লও কাণে তুলে।
সন্তানে পিতার অপার করুণা শুনি হে ভুবনভরি।
পরম পিতার করুণা কেন নাহি থাকে সন্তানোপরি ?
তোমার সকলি অদ্ভূত হে পঞ্চভূত কহিব কি আমি ?
বিশ্ব-ব্যাপিয়া বিরাজিত সদা অসীম অনন্ত যে তুমি।

— মা —

মায়ের মতন কে আছে এমন
এই সংসার মাঝার ?
নামেতে যাহার প্রাণেতে সবার
ঝরে সুষমা অপার।
স্মরিলে মা নাম পূরে মনস্কাম
পুলক না ধরে প্রাণে।
জগত সংসার করুণায় যাঁর
আছে মুগ্ধ নিশিদিনে ॥
মূঢ় অজ্ঞজন না জানে কখন
সে স্বর্গ-সুখের বার্ত্তা।

তাই সদা তারা হ'য়ে জ্ঞানহারা
র'য়েছে সাজিয়া কর্ত্তা ॥
কেবল অজ্ঞান যবে জগজ্জন
জ্ঞান রহে দিব্য সদা।
করি যোড়কর জননী জঠর
পান করে তারা সুধা ॥
সে সুধা ছাড়িয়া সংসারে আসিয়া
ডাকে সবে ওঁমা ওঁমা।
সে সুখের কথা সে প্রাণের গাঁথা
না পারে কহিতে তোমা ॥
তাই মা মা বলি ডাকে গো সকলি
মাকে জানে তারা সব।
যাঁহার দয়ায় ত্রিদিব ছায়ায়
কাটায় জীবন নব ॥
বন্দে মাতরম্ কালের ধরম্
প্রচার করিতে ভবে ;
করে কারাবাস নিয়ে উচ্চ আশ
মহাজন কত এবে।
হেন সাধ্য নাই জীবের হে ভাই
শুধিবে মায়ের ঋণ।
নরের কঙ্কাল পিশাশ্চ কেবল
যেবা মাতৃ-ভক্তি-হীন ॥

মাতাকে জানিলে শুনহে সকলে
হয় আনন্দ অপার।
মার মত আর কে আছে সংসার
মা যে গো সারাৎসার ॥

পাতাল প্রবেশ

পেয়ে মনস্তাপ সেই
ভীষণ প্রহার,
চূর্ণ হ'য়ে গেল পূত
হৃদয় সীতার ॥
দুঃখ আর ক্ষোভে সতী
কাঁদে অনিবার।
মরমী কেহই তবু
মিলিল না তাঁর ॥
মিথ্যা প্রবাদ, ঘৃণিত
অপবাদ ভার।
বিচার কেহই কিছু
নাহি করে তার ॥
এযে শুধু বিড়ম্বনা
নিয়তি প্রহার।

ভবে আছে কেবা ক'রে
তাহার বিচার ?
বুঝি, শুধু এই ঘৃণ্য
মিথ্যারই ফলে
অযোধ্যা সৌভাগ্য রবি
গেল অস্তাচলে ॥
সতীর আত্মার এই
বিষময় জ্বালা,
করিল বিরাট বিশ্ব
মোটে ঝালাপালা ॥
কর্ম্ম ? আত্মা বা সত্যকে
করে সে প্রকাশ।
হয় নিত্য আছে যাহা
জীব-ভাগ্যাকাশ ॥
সত্য দ্বারা হয় সদা
সত্যের প্রকাশ।
মিথ্যা করে শুধু যত
মিথ্যার বিকাশ ॥
করাল নিয়তি কভু
এড়ান না যায়।
যদি বা কেহই তাহা
নাহি জানে হায়!

ভাগ্যফল জীবমাত্র
ভুঞ্জিবে নিশ্চয়।
নিমিত্ত তাহার মাত্র
উপলক্ষ হয়॥
চরিত্রে সীতার নহে
কেহ সন্দিহান।
তবু বলে মিথ্যা দিতে
সত্যের সন্ধান॥
বিশ্বাস অভাবে মোরা
দুঃখ পাই সবে।
বিশ্বাসীর দুঃখ কভু
কিছু নাই ভবে॥
কহে জনক নন্দিনী
সত্য মনে মানি—
"দ্বিধা হও মা ধরিত্রী
জগত জননী!
সুশীতল বক্ষ তব
শান্তিময় শুনি।
বরিষ করুণা মাত!
হে ভবতারিণী!
অভাগিনী কন্যা তব
লহ আজি কোলে,

লভি শান্তি মোরা দোহে
মাতা কন্যা মিলে।”
পৃথিবীর কন্যা এবে
পৃথিবীর কোলে,
লভিল পরম শান্তি
মরণের ছলে ॥

মানব জীবন।

মানব জীবন এই সাধনের তরী হে
সাধনের তরী।
যথাযোগ্য করি যাহা গড়েছেন হরি হে
গড়েছেন হরি ॥
সে সত্য সুহৃদগণ ভুলনা কখন হে
ভুলনা কখন।
সত্য সাধনের তরে ভবে আগমন হে
ভবে আগমন ॥
সত্য আশা ভালবাসা করগো সাধন হে
করগো সাধন।
সত্যের বড় কিছু না আছে ভুবন হে
না আছে ভুবন ॥

সময় জীবন সদা মহামূল্য ধন হে
মহামূল্য ধন।
সদ্ব্যবহার তাহার কর বন্ধুগণ হে
কর বন্ধুগণ॥
আলস্য অসুখ হেতু মোরা কষ্ট পাই হে
মোরা কষ্ট পাই।
অতএব দূর কর তাহা যত ভাই হে
তাহা যত ভাই॥
কর্ম্ম কর প্রাণপণ আসিয়া সংসার হে
আসিয়া সংসার।
সকলি তাঁহার কর্ম্ম এ ভব মাঝার হে
এ ভব মাঝার॥
কর্ম্মের প্রেরণাই যে তাঁহার আদেশ হে
তাঁহার আদেশ।
বন্ধুগণ! কর্ম্মদ্বারা কর কর্ম্ম শেষ হে
কর কর্ম্ম শেষ॥
এ বিশ্ব সংসার সদা শুধু কর্ম্মময় হে
শুধু কর্ম্মময়।
শ্রদ্ধায় সাধিলে যাহা হইবে গো জয় হে
হইবে গো জয়॥
সাধের জীবন বৃথা না করিও ক্ষয় হে
না করিও ক্ষয়।
অনুতাপ হবে পরে জানিও নিশ্চয় হে
জানিও নিশ্চয়॥

প্রত্যাখ্যান।

পেয়ে প্রত্যাখ্যান পিতৃসন্নিধান
ক্ষত্রিয় বীর ধ্রুব ধীমান
ধায় অবশেষে সুনীতি সকাশে
জুড়াইতে ব্যথিত পরাণ।
দণ্ডাহত সর্প কিবা তেজোদর্প
ছুটে তীব্র প্রতিশোধ তরে।
বুঝাইয়া তায় কত মমতায়
কহে মাতা, "ডাক সে হরিরে" ॥
ডাকিলে যাঁহারে এ ভব সংসারে
পূরে হে বৎস মনস্কাম।
সদা চিন্ত তাঁরে কহ 'হরে হরে'
চাহ যদি নিত্যানন্দ-ধাম ॥
ক্ষত্রিয় কুমার তেজের আধার
একাগ্রতা কত তীব্র তাঁর!
একাগ্রতা হেরে গুরু এসে ধীরে
দেন তাঁরে নীতিজ্ঞান সার ॥
নীতিজ্ঞান হলে সত্য চিন্তা ফলে
করুণা তাঁর মিলে সত্বরে।
যথাকালে হরি স্বর্গ পরিহরি
দর্শন নিজে দেন শিশুরে ॥

ভিতরেতে হরি বাহিরেও হরি
হরিময় সে হেরে সকলি।
পুলকে তখন রাজার নন্দন
করে কিবা আকুলি ব্যাকুলি ॥
করি যোড় হাত বিনয়ের সাথ
কহে ধ্রুব, "মূঢ় আমি অতি।
ওহে বিশ্বপতি! নাহিক শকতি
কহিতে তব অতুল কীর্ত্তি ॥
পদ্ম পলাশাখি সঙ্গে সদা থাকি
এই কর তুমি দীনবন্ধু।
আমি যেন কভু দয়াময় প্রভু
ভুলি না তোমায় কৃপাসিন্ধু ॥"
পেয়ে সেই ধ্রুব শিশু এই ধ্রুব
ধ্রুব হয়ে গেল এ সংসার।
অতএব ভাই শুন হে সবাই
সত্য ছাড়া কিছু নাই আর ॥
সেই সত্য মূর্ত্তি হৃদে হয় স্ফুর্ত্তি
সদা সত্যগত প্রাণ যায়।
সত্যই ধরম সত্যই করম
সত্য মাত্র সাধ্য এ সংসার ॥

সমীরণ।

রূপ রস গন্ধহীন
তুমি সমীরণ।
অশরীরী মহাশক্তি
সদা এ ভুবন॥
অনুভব করে সবে
তোমা অনুক্ষণ।
চিন্তা তবু তারা কভু
না করে কখন॥
নিমজ্জিত সারা বিশ্ব
তোমার হৃদয়।
প্রাণহীন তোমা বিনা
সকলেই হয়॥
অচৈতন্য কহে তোমা
অজ্ঞ জীবগণ।
তুমিই চৈতন্যরূপে
হেথা অনুক্ষণ॥
যে মহাসত্য আমরা
করিয়া আশ্রয়,
ধরিয়া রহিয়াছি এ
জীবন ধরায়,

জানিতে আমরা তাহা
না করি প্রয়াস।
বলিহারি বুদ্ধি বটে
সাবাস! সাবাস!!
এইরূপ জগতের
মহাসত্য যাহা,
নিরুপণ করে তাহা
আছে কেবা আহা!
সত্যই সুপ্রকাশিত
সদা এ সংসার।
ধারণা করেগো হেন
সাধ্য আছে কার?
সত্যই জানায় সত্য
অন্য কেবা আর?
সত্য মাত্র তাই সাধ্য
বিশ্বে অনিবার।
সত্যহারা হ'য়ে মোরা
কষ্ট শুধু পাই।
সত্য আশ্রয়ীর দুঃখ
এ সংসারে নাই॥
অতএব, বন্ধুগণ
শুন বলি তাই।

মিথ্যাত্যাগে বাস্তবিক
মোরা শান্তি পাই ॥
পাইয়া এমন নর
জন্ম মনোহর,
হেলায় না করি মোরা
তাহার কদর।
মায়ার সংসার এই
প্রলোভনে ঘেরা।
সাধ্য আছে কার সেই
মায়াজাল ছেড়া ?
এ ভগবন্মায়া জীব
না পারে বুঝিতে।
জগতে ভুলিয়া আছে
সদাই যাহাতে ॥
মায়াধীশ হয় মাত্র
সেই ভগবান।
যাঁহাকে জানিলে হয়
জীবের কল্যাণ ॥
সেই মাত্র সত্যবস্তু
অখিল সংসার।
যাঁহার দয়ায় হয়
জ্ঞানের সঞ্চার ॥

—এক—

পাপী পুণ্যবান উভয় সমান
মুক্তি সবারি আছে।
প্রহ্লাদ চরিত কলঙ্ক রহিত
পিতার চরিত কাছে॥
প্রহ্লাদই বড় না কশিপু দড়
নিশ্চিত বলা না যায়।
পন্থা মাত্র ভিন্ন তাহা ছাড়া অন্য
জ্ঞানে দেখা কিবা যায়?
কোন পুত্র কভু হয় কিহে প্রভু
বড় সে পিতার চেয়ে?
সন্তান কেবল শুনহে সকল
পিতৃ-ইচ্ছা শক্তি নিয়ে।
হ'লে শক্তিহীন এত নীচ দীন
হিরণ্যকশিপু রাজা।
হয় কি কখন পুত্রটি এমন
নয় কি গো ইহা মজা?
সময়েতে হয় জয়-পরাজয়
যদি বা দুইটি এক।
এক ছাড়া ভাই মূলে দুই নাই
সংসারে আছে যতেক॥

সকলই এক সেই জগদেক
হয়গো সবার মূল।
যত কিছু দেখ এক সত্য শিখ
ইহাই জেন হে স্থূল॥
সব তাঁর কর্ম্ম এই সত্য ধর্ম্ম
মিথ্যা বিচার আচার।
ভবে আত্ম সেবা করে সদা যেবা
সেই শুধু সদাচার॥
আত্মবাণী যাহা শুনিলে গো তাহা
এ আত্মার শান্তি হয়।
হ'লে আত্মা শান্ত শুনহে অনন্ত
তোমারেও না করি ভয়॥

নিশ্চিত

—ঃ (*) ঃ—

সুপ্ত সদা আছে বিশ্ব মরণের কোলে
তবু কেন মায়ান্ধরা মরণকে ভূলে?
যত কিছু সুনিশ্চিত আছে এ জগত
করাল মরণ সম আসে কে নিশ্চিত?

নিশ্চিতকে যতই জানিবে,
ততই যে নিশ্চিত হইবে।
অনিশ্চিতই পীড়াদায়ক
দিক না সেই শত চমক্ ॥

ভবের সব নিশ্চিত হয় অনিশ্চিত।
শুধু আছে ভাই সেই এক সুনিশ্চিত ॥
সংসারে যেমন আছে সে মৃত্যু নিশ্চিত,
জন্মও তেমন কভু নহে অনিশ্চিত ॥

এক আর এক দুই হয়।
দুয়ে মিলেও সে এক হয় ॥
এক আর দুই ভিন্ন নয়।
এক ছাড়া কভু দুই হয় ?

পাপের বিচার আর পাপীর বিচার,
নিয়ে মোরা আছি বেশ সবে অনিবার।
যাহা হয় আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ
তাহার বিপক্ষে মোরা করি সদা যুদ্ধ ॥

নাহি জানি ফলাফল
করি শুধু গণ্ডগোল।
নিন্দা কুৎসার বাসা
নিয়ে মোরা আছি খাসা।

সদা মিথ্যা নিয়ে মোরা করি মারামারি।
সত্য সনাতনকে কি চিন্তা কভু করি ?

সদা তাঁহাকে ভাবিলে, তাঁহাকে জানিলে,
রহিব শায়িত মোরা চির-শান্তি কোলে।
আমাদের মৃত্যু-ভয় গেলে,
এ সংসারে সব কিছু মিলে।
যাহাকে বলে স্বর্গ-নরক,
কেহই তাহা দেখে নাই'ক;
আমরাই গড়িতেছি সে স্বর্গ-নরক।
ভালর জন্যই করি মোরা শোক ॥
করিতে নারাজ কভু এ ভাগ্যকে ভোগ।
মোদের ভাগ্যে কেন না হবে এ দুর্ভোগ ?
ভাগ্যকে না করিলে স্বীকার,
মিলে কিগো করুণা তাঁহার ?
বর্ত্তমান করে বিজ্ঞাপন
ভূত-ভবিষ্যৎ অনুক্ষণ।

কাল।

ধন্য কলি শ্রেষ্ঠ বলি সদা দুঃখ দিয়ে ঘেরা।
যুগ হিসাবে তুমিই কিন্তু সর্ব্ব যুগের সেরা ॥
সত্য হেতু বিশ্বরণ হেন কেহ দেখে নাই।
সত্যকে প্রকট বুঝি এবে করিবে গোসাই ॥

সত্য ধর্ম্ম, সত্য কর্ম্ম, সকলই সত্যময়।
সত্য ছাড়া এ সংসারে সদা অন্য কিবা হয় ?
যাহা কর্ম্ম, তাহা ধর্ম্ম, কহে নিজে বিশ্বময়।
যে হেতু কর্ম্ম সদা কর সবে হ'য়ে তন্ময় ॥

সদা পূজ সত্য, যাহা নিত্য, হবে শক্তিলাভ।
যাহা বিনা আমাদের আজি সুতীব্র অভাব ॥
লভ শক্তি পাবে মুক্তি কাম্য জীবের সংসারে।
শক্তি সত্য আর অনিত্য এ সংসার মাঝারে ॥

সত্যরক্ষা হেতু হয় ত্রেতা সীতা-নির্ব্বাসন।
সত্য হেতু করে রাম সেই শম্বুক নিধন ॥
সত্য হেতু বালিবধ আর রাবণ সংহার।
অতএব শুন ভাই সত্যই কেবল সার ॥

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র এই সত্যরক্ষা হেতু
রচিয়াছিলেন সুপ্রশস্ত বিশ্বপ্রেম সেতু।

কলিতেও সেই প্রেম মহান্ প্রচার তরে,
ফিরিছেন মহাজন যত দুয়ারে দুয়ারে।

কাল কলি শুন বলি সদা অতীব মহান।
সত্য সাধনের নামই যে হয় ভগবান॥
একালের মহিমা গাহি গেছেন মুণিগণ।
সত্যভাব মহাভাব সবে কর উদযাপন॥

বিধিলিপি

জনম মরণ বিবাহ যেমন
লোকে বলে সদা বিধির লিখন ;
সেইরূপ সব, যত কিছু হয়,
আমিত্বের গর্ব্ব অজ্ঞানতাময়।

অহঙ্কার আনে শুধু সঙ্কীর্ণতা
বুঝি না আমরা কভু সে বারতা।
আমিত্বের গর্ব্বে হ'লে মোরা পূর্ণ,
পরাজয় দিয়ে সেই করে চূর্ণ।

এইরূপে এই ভাঙ্গা-গড়া খেলা
করিতেছে সদা সে চিকণ কালা।

খেলায় অলস নয় সে কখন,
খেলাই যে তাঁর কর্ম্ম এ ভূবণ।

হাসিতে খেলিতে বলিতে ছলিতে,
হ'য়ে যায় শেষ জীবন চকিতে।
সংসারে আসিয়ে ভুলিয়ে মায়াতে,
সত্য চিন্তা মোরা না করি কিছুতে।

কেন বা আসিনু, কি কাজ করিনু,
কেবা পাঠাইল দিয়ে এই তনু,
মোটেই আমরা ভাবি না কখন,
চিন্তাশূন্য কি গো আমরা এমন ?

ছোট ও বড়।

ছোট বড় দুটি কথা শুনা যায় যথা তথা
মূলে কিন্তু দুইটিই এক।
কালে ছোট বড় হয় বড় ছোট কিছু নয়
আছে এই সংসারে যতেক ॥
ছোট বড় নামান্তর ঘটাইছে যুগান্তর
বৃথা এই সংসারের মাঝ।

কর্ম্ম সঙ্গ নিয়ে মোরা এসে থাকি এই ধরা
সাধিতে সদাই বিশ্বকাজ ॥
হিংসা করে ছোট বড় তাই তাহা দূর কর
মানুষ হইতে যদি সাধ।
প্রারব্ধের ফল যাহা ভুঞ্জিবে সকলে তাহা
কেন তবে বৃথা সাধি বাদ ?
ছোট বীজ হ'তে সদা বড় গাছ হয় যথা
ছোটই বড়র মূলাধার।
ভুলি নিজ আত্ম কথা বড় আছে যত হেথা
হিংসে সদা ছোটকে সংসার ॥
সত্য যেবা বড় হয় হিংসুক সে কভু নয়
হিংসাই যে ছোটর আচার।
করি হিংসা ব্যবহার হই ছোট অনিবার
মোরা হেথা যত দুরাচার ॥
এই জগত সংসার শুধু খেলা মাত্র তাঁর
দ্বন্দ্বে সদা আছে কিবা লাভ ?
এ সকল পরিহরি সদা বল হরি হরি
আসবে যাহাতে সত্যভাব ॥
সত্য ছাড়া কিবা আর আছে ভবে সাধিবার
সত্যই যে স্বরূপ তাঁহার।
সত্যে অনুরাগ হলে তাঁর অনুগ্রহ মিলে
তাই সত্য সাধ্য অনিবার ॥

ধর্ম্ম

কিবা ধর্ম্ম, কিবা কর্ম্ম
মর্ম্ম জানা ভার।
মিথ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব আজ
লেগেছে সবার ॥
সত্যহেতু দ্বন্দ্ব কভু
না হয় সংসার।
সত্য ছাড়া ধর্ম্ম কিবা
আছে গো আবার ?
সত্যে দেয় শান্তি সদা
দিব্য মনোহর !
সত্য ছাড়া শান্তি হেথা
পাওয়া দুষ্কর।
ধর্ম্মের নামেতে দ্বন্দ্ব
উচিত না হয়।
হিংসা ত্যাগ করিতেই
সব ধর্ম্মে কয় ॥
রহিয়া হিংসায় রত
যত বন্ধুগণ
করে শুধু কলুষিত
ধর্ম্মকে এমন।

ব্যভিচার অনাচার
চলে যথাতথা।
কালেরই কর্ম্ম ইহা
জেন ফলকথা॥
কলুষিত তাই আজ
আকাশ বাতাস।
চারিদিকে বহে সদা
উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস॥
পাপীয়সী বসুন্ধরা
পাপ-ধর্ম্মে সাজি,
ছুটিয়া ধ্বংসের মুখে
চলিয়াছে বুঝি॥
নিত্যধন সত্যধনে
দিয়া জলাঞ্জলি,
করিতেছি মোরা শুধু
আকুলি ব্যাকুলি।
এখনও বন্ধুগণ
ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
আপন মঙ্গল চিন্তা
কর সবিশেষ।
সত্য ছাড়া ধর্ম্ম কভু
না আছে সংসার।

সাধনের তরী যাহা
এ ভব মাঝার ॥
যত মত, তত পথ
এই সত্য সার।
সকলেরি লক্ষ্য এক
সত্যতে পৌছার ॥
সত্য ধর্ম্ম, সত্য কর্ম্ম
সত্যই সকল।
যাহার সাধনে হয়
জীবন সফল ॥

— মৃত্যু —

ওহে মৃত্যু ! ওহে প্রিয়
বন্ধু জগতের।
দুঃখ জ্বালা যত তুমি
ঘুচাও মোদের ॥
আত্মঘাতী পাপাসক্ত
মূঢ় অজ্ঞ জন
কেবল তোমায় ভয়
করে অনুক্ষণ।

পাপ ? সে তো শুধু যত
আত্মঘাতী কাজ
দেয় সদা তাপ যাহা
এ হৃদয় মাঝ।
পাপ-পুণ্য যত কিছু
বেশ জানা যায়।
আত্মানন্দ দেয় যাহা
পুণ্য কহে তায়॥
জীবন ? সে যে কেবল
ত্রিতাপের ধারা।
শান্তি হেতু বৃথা শুধু
ঘুরে ঘুরে মরা॥
এযে কেবল মোদের
কর্ম্মময় ধরা।
আছে কি এখানে ভাই
সেই কর্ম্ম ছাড়া ?
আত্ম-সেবা কর ভবে
ধর্ম্ম যাহা হয়।
আত্মানন্দে ঘুচে যায়
সকল সংশয়॥
মৃত্যুই জগজ্জীবের
শান্তি অনুপম।

যাহাকে কষ্টদায়ক
চিন্তে পাপীগণ ॥
মৃত্যু নহে কভু ভবে
যন্ত্রণাদায়ক।
যাহা হয় সদা শুধু
শান্তিবিধায়ক ॥
মৃত্যুভয় ক'রে হেথা
শুধু পাপক্ষয়।
নিষ্পাপ হইলে সেই
আলিঙ্গন দেয় ॥
চরমে পরম শান্তি
বিহিত সদায়।
তা' না হ'লে জীব কেন
ডাকিবে তাঁহায় ?
সারাদিন খেলা করি
ক্লান্ত যবে হয়,
ধূলা ঝেড়ে মিষ্টি বোলে
কোলে সেই লয়।

—সুখ—

সুখ ? সে তো শুধু মাত্র
দুঃখ এ সংসার।
লুব্ধ ক্ষুব্ধ করে যাহা
হৃদয় সবার ॥
সংসারের সুখ-শান্তি
শ্রেয় প্রেয় যত
করে শুধু অনিবার
আত্মাকে আহত।
যাহাতেই দেয় সুখ
দুঃখ দেয় তাহা।
কেন তবে জেনে-শুনে
ঘুরে মরি আহা !
যোগেতে হয় গো সুখ
বিয়োগেতে ব্যথা।
তাহা ছাড়া কিবা আর
হয়ে থাকে হেথা ?
সুখ সুখ করি মোরা
ফিরি সব ঠাঁই।
নিত্য সুখ কভু মোরা
কোথাও না পাই ॥

বিজলীর প্রায় যাহা
হৃদয় আকাশে,
হাসিয়া মিলায় পুনঃ
চোখের নিমিষে।
মিথ্যা প্রলোভনে আনে
দুঃখ যত ভবে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
কহে তাই সবে ॥
এইরূপ লোভনীয়
যত কিছু আছে,
দুঃখ দিতে জীবে তারা
ফিরে পাছে পাছে।
সংসার অসার ভাই
যাহা কিছু দেখ।
এখনও সবে সেই
সত্য-নীতি শিখ ॥
সত্য-নীতি আত্মসেবা
করে যেই জন ;
সুখী ভবে আছে কেবা
তাহার মতন ?
হেরি নিত্য অনিত্যতা
অনাসক্ত হবে।

আসক্তিই দুঃখপ্রদ
শুধু এই ভবে ॥
আসক্তি-চোষণ দণ্ড
দিয়ে অজ্ঞ নরে,
ভুলিয়ে রেখেছ সদা
মায়ার খোয়াড়ে।
সংসারের সুখ যাহা
ভুঞ্জে সেইজন,
অনাসক্ত হয় যেবা
হেথা অনুক্ষণ।
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান
করে সেইজন।
চঞ্চল কিছুতে তাই
না হয় কখন ॥

তরুণী।

প্রফুল্ল কুসুম সম
মুখখানি তার,
হেরিলে করুণা প্রাণে
জাগে গো আমার ;
স্বরগ পারিজাত সে
নন্দনের ফুল,
চাহিলে ও মুখপানে
সব হয় ভুল।
পড়িলে মনেতে তার
চিত্র ভবিষ্যের।
চূরমার হ'য়ে যায়
তন্ত্রী হৃদয়ের ॥
তুমি না সীতার জাতি
চির অভাগিনী,
দুঃখ দিয়ে ঘেরা যাঁর
জীবন কাহিনী ?
চির পরাধীন বঙ্গ
রমণী জীবন,
সঙ্কুচিত সদা যাহা
না হয় স্ফুরণ।

নিরীহ মার্জ্জার প্রায়
থাকি গৃহকোণে,
কাটায় জীবন সেই
সদা ক্লিষ্ট মনে।
জগতের বিচিত্রতা
সে জ্ঞান বিজ্ঞান,
জানিতে আসে কি চিতে
কখনো সন্ধান?
এমন সরল প্রাণ
স্বার্থ-বুদ্ধি-হীন,
সেবা নিয়ে ব্যস্ত যাহা
রহে নিশিদিন।
সেবার স্বরূপ নারী
সংসারের মাঝ।
সেবা ছাড়া নাহি জানে
কভু অন্য কাজ॥
সেবার জীবন তাই
শোভার আধার।
সেবা তরে আসে জীব
এ বিশ্বসংসার॥
সেবা করি অনুক্ষণ
সুখী যেবা হয়,

জীবনে প্রকৃত সুখী
হয় সে নিশ্চয় ।
সেবাই আনন্দ সদা
সেবাই ধরম্ ।
সেবা ছাড়া এ সংসারে
আছে কি করম্ ।
স্থাবর জঙ্গম যত
এই ভূমণ্ডল
সেবার সম্ভার মাত্র
হয় গো কেবল ।
বিশ্বসেবা করে বিশ্বে
নিজে বিশ্বরূপ ।
সকলকেই নিয়ে যে
ধরেছে স্বরূপ ॥

বিশ্বপতি।

নমি বিশ্বপতি অগতির গতি
দীনবন্ধু তুমি প্রভু।
তোমারি দয়ায় জীব সমুদায়
তোমারে ভুলে না কভু॥
প্রকৃতি নিচয় এই বিশ্বময়
প্রকাশিছে দয়া তব।
করুণা তোমার ভুঞ্জে অনিবার
যেখানে যে আছে ভব॥
দুর্ব্বলের বল তুমি মহাবল
ধারণা আছে গো যার।
হয়েছে অভয় সেই দয়াময়
আনন্দ না ধরে তার॥
যাদের নাই জ্ঞান অসৎ অজ্ঞান
দুঃখ পায় এ সংসারে।
অভক্ত অধম অবিশ্বাসিগণ
মরে শুধু জ্বলে পুড়ে॥
সংসারের খেলা পুরু এই বেলা
বিশ্বাস রাখিয়া মনে।
কর্ম্ম ভাল হবে আনন্দ লভিবে
মুক্তির উপায় জ্ঞানে॥

শৈশব।

শৈশব সময় বড় মধুময়
না থাকে কোন ভাবনা।
ফুলেরই মত সুখে অবিরত
ডাকে শিশু ওঁ মা ওঁ মা ॥
নেহাৎ দুর্ব্বল যদিও কেবল
দুঃখ নাই তবু তার।
দুর্ব্বলের বল সেই মহাবল
দেখে তারে অনিবার ॥
শিশুর মতন নিষ্পাপ যে জন
সেবা তাঁর পায় সদা।
স্বার্থ-চিন্তা ফলে মিথ্যা চিন্তা মিলে
আনে শুধু দুঃখ ব্যথা ॥
পাপ চিন্তা নিয়ে ফিরি মোরা ধেয়ে
পিছনে সদা পাপের।
ফলেতে যাহার হয় ছারখার
শান্তি কুসুম মোদের ॥
শিশুরই মত সরলতা যত
রাখিবে হৃদয় পূরে,
রহিবে সদয় সকল সময়
দয়াময় সে হরি রে।

প্রেমের ঠাকুর না হয় নিঠুর
প্রেমের মূরতি সেই।
প্রেমশূন্য মোরা যত এই ধরা
দুঃখ কষ্ট শুধু পাই॥

বুদ্ধি! জগত আরাধ্যা তুমি ওগো মহাসতী!
ভাগবত গাহে সদা তব অতুল ভারতী।
কৃপায় তব মানব কত উঠে নেমে যায়।
তোমার মহিমা তবু তারা বুঝে না গো হায়!
স্বরূপেতে নরে তুমি কিবা উচ্চে নিয়ে যাও
কুরূপেতে পুনঃ তারে তুমি পাতালে ডুবাও॥
এইরূপে সদা তুমি সাধন সহায় হও।
এইরূপে অজ্ঞ নরে শুধু হাসাও কাঁদাও॥
সারথীরূপেতে তুমি সদা এই দেহরথে।
আটিবে কে ওগো ধনী সংসারে তোমার সাথে?
প্রাণহীন এই রথে তুমি একমাত্র রথী।
তোমার মহিমা বলে, হেন কাহার শকতি?
নানাভাবে নানারূপে পূজিছে তোমায় নরে।
তোমা ছাড়া কে কিবা করে থাকে এই সংসারে?
সাধ্যাসাধ্য যত তুমি সদা করিছ সাধন।
কিছু নাই এ সংসারে কভু তোমার মতন॥

গুরুভক্তি।

এ সংসারে সত্য গুরুভক্তি যাহা,
মানব জীবনে পাথেয়ই তাহা।
শিক্ষা দেন ভবে যেই মহাজন
বন্ধু নাই কেহ তাঁহার মতন।
জ্ঞানই মোদের একমাত্র বল।
যাহা বিনা হয় জীবন বিফল॥
জ্ঞানকেই তাই কয় বাসুদেব।
আত্মারূপে জীবে ফিরে যেই দেব॥
জ্ঞানমাত্র সদা সাধ্য এই ভবে,
তাহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কিবা আছে কবে?
জনম হইতে মরণ অবধি
জ্ঞানলাভ মোরা করি নিরবধি।
আরুণির মত গুরুভক্ত জন
যায় কি গো দেখা কোথাও এখন?
এখনও শুধু গুরুভক্তি-বলে,
নিশ্চয়ই সেই সকলিই মিলে।
কেবল মোদের বিশ্বাস অভাবে,
দুঃখকষ্ট মোরা পাই এই ভবে।
গুরুর আশীষ যে অমূল্য ধন,
ভুলে গেছি তাহা আমরা কেমন!

এই মাতাপিতা সদা শ্রেষ্ঠ গুরু।
যাহা হ'তে হয় এ জীবন সুরু।
তাহা ছাড়া হেথা আছে আর যত
জ্ঞান দেয় তারা সবে অবিরত।
সদা জ্ঞান পাই মোরা হ'তে যাহা,
গুরুরূপে জ্ঞান করিবে গো তাহা।
লঘু হ'য়ে ভবে থাক নিরবধি,
পেতে চাও যদি কেহ সে অমলা নিধি।

মায়া।

অনুক্ষণ দিনক্ষণ
সকলি চলিয়া যায়।
বৃথা আশা ভালবাসা
কাঁদায় এ জীবে হায়।
সুখ দুঃখ মায়া মূর্খ
ব্যথা দেয় এ হিয়ায়।
ভবিতব্য সে কর্ত্তব্য
এড়ান কি কভু যায়?
হাসি কান্না ঘর-কন্না
শুধু মায়ার নাচন।

যে হাসায় সে কাঁদায়
এই অজ্ঞ জীবগণ ॥
মায়া খেলা ভবলীলা
সদা কিবা চমৎকার।
চিন্তা কভু মোরা প্রভু
নাহি করি একবার ॥
বন্ধুগণ প্রাণপণ
ত্যজ হেন মায়া সবে।
যাহা দেয় জীবে হায়
যত দুঃখ কষ্ট ভবে ॥

একাগ্রতা।

একাগ্রতা আমাদের
যার যতখানি,
সিদ্ধিলাভ সাধনায়
হয় ততখানি।
জন্মলভি একলব্য
হীন সূত কুলে,
হইল লাঞ্ছিত কিবা
কুসংস্কার ফলে।

(২)

প্রত্যাখ্যান লভি তীব্র
গুরু সন্নিধান,
আহত ভুজঙ্গ প্রায়
বনে তিনি যান।
রচিয়া গুরুর সেথা
মৃন্ময় মূরতি,
করেন তাঁহার প্রতি
অচলা ভকতি।

(৩)

একাগ্রতা ফলে মাত্র
লভয়ে যে জ্ঞান,
তুলনা তাহার কভু
নাহি কোন স্থান।
ভক্তিই মুক্তি উপায়
শুন হে সকল।
যাহার অভাবে হয়
জীবন বিফল॥

(৪)

ভক্ত আর ভগবান
ভিন্ন দুই নয়।

ভক্তেই জানায় তাঁরে
সকল সময় ॥
ভক্তের মঙ্গল তরে
সেই ভগবান
আপনি ফিরেন বিশ্বে
সদা সর্ব্বস্থান ।

নিদ্রা ।

নিদ্রে ! সে মহানিদ্রার
তুমি যে সন্তান ।
দিয়ে যাও অনুক্ষণ
সত্যের সন্ধান ॥
জীবোপরি আসি তুমি
সুখে অনুক্ষণ ।
ঘুচাইতে কর চেষ্টা
মায়াব বন্ধন ॥
অবিবেকী মোরা যত
অজ্ঞ জীবগণ ।
ভ্রমেও না করি কভু
সত্য নিরুপণ ॥

অজ্ঞতা এমন কিন্তু
দেখা নাহি যায়।
ক্ষণিক শান্তিতে তুমি
ভুলাও সবায় ॥
এইরূপ সংসারের
ক্ষুদ্র সত্তা সদা।
জানাইয়া দেয় মহা
সত্যের বারতা ॥
র'য়েছে নিদ্রিত জীব
তোমার কোলেতে।
তোমারি মায়ায় ভুলি
কেমন সুখেতে ॥
এই মায়াপাশ তব
কিবা মনোহর।
নিয়ন্ত্রণ করে যাহা
বিশ্ব নিরন্তর ॥
বলিহারি মহামায়া
তোমার কৌশল।
বিচিত্র সংসার লীলা
করুণা কেবল ॥
জীবের নাহিক সাধ্য
বুঝিবে তোমারে।

বুঝে কিছু সেই তুমি
বুঝাও যাঁহারে ॥
দূর কর প্রভু তুমি
মোদের অজ্ঞতা।
ঘুচে যাক্ আছে যত
ভব দুঃখ ব্যথা ॥

মিত্র।

সংসারে প্রকৃত মিত্র
হয় সেই জন,
বুদ্ধিতে চালিত যার
মোরা অনুক্ষণ।
ব্যবহার হয় তাঁর
কেমন সুন্দর!
নয়ন রঞ্জন সেই
তনু মনোহর।
শত্রু-মিত্ররূপে হরি
সকল সময়
আপনি আপন সেবা
করিছে নিশ্চয়।

শত্রু-মিত্র কভু তুই
না হয় না হয়।
সময়েতে রূপান্তর
প্রতিভাত হয় ॥
করম সদাই হয়
কালের সহায়।
তাহা ছাড়া কিবা কবে
হয় গো কোথায় ?
মোদের এ শত্রু-মিত্র
স্বরূপ তাঁহার।
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সেই
সহায় সবার ॥
শত্রু-মিত্ররূপে হরি
সকল সময় ;
প্রাক্তন সেবায় মাত্র
সহায় যে হয় ॥
শত্রুরূপে করে সেই
আঘাত আত্মায়।
প্রতিকার করে তার
কে আছে কোথায় ?
মিত্ররূপে আত্মানন্দ
কভু সেই দেয়।

এইরূপে সুখ-দুঃখ
ভুঞ্জি গো সদায় ॥
হিংসা সদা আনে হিংসা
অহিংসা অহিংসা।
স্বভাবের কর্ম্ম ইহা
জেন সবে খাসা ॥
বন্ধুগণ, প্রিয়জন
শুন কথা সার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম
জগত সংসার ॥
হিংসা-পাপে পরিপূর্ণ
হৃদয় যাহার,
জগতের শত্রু সেই
শত্রু আপনার।
হিংসা-মেঘ খেলে যার
হৃদয় আকাশ,
যেও না যেও না কভু
সে সর্প সকাশ।
মানবের মাঝে সেই
দানব নিশ্চয়,
চাহিলে সে মুখপানে
পাবে পরিচয় ॥

পাপীর অন্তর সদা
পাপে পূর্ণ রয়।
প্রতিবিম্ব মুখে যার
হেরিবে নিশ্চয় ॥
পাপ মুখে হাসিরেখা
নাহি দেখা যায়।
পাপ কালিমায় ঢাকা
সদা যাহা হায়!
হাসি হয় বাঁশী তাঁর
স্বর্গীয় সুন্দর।
বাজিছে সতত যাহা
পবিত্র অন্তর ॥
হাসিতে বাঁশীতে ঢালে
হৃদয় তাঁহার।
সরলতা মাখা দিব্য
হৃদয় যাঁহার ॥
শিশুর হাসিটি তাই
এতই সুন্দর।
দিব্যভাব আনে যাহা
হেথা নিরন্তর ॥
অতএব, বন্ধুগণ
ধর সত্য পথ।

চলিলে যে পথে কভু
না হয় বিপদ ॥
বিপদহারী সে হরি
বিপদভঞ্জন ।
মহাসুখে আছে বসি
হৃদ-পদ্মাসন ॥
সতের সে-আবেদন
শুনিবার তরে,
উৎকর্ণ বসিয়া সেই
হৃদয় কন্দরে ।
পবিত্রাত্মা সাধুদের
মঙ্গলের তরে,
অবতীর্ণ হয় নিজে
সংসার মাঝারে
সতের সে ভগবান
অনন্ত মহান ।
বন্ধু নাই ভবে কেহ
তাহার সমান ॥

কৰ্ত্তব্য।

যোগেতে হয়গো সুখ
বিয়োগেতে ব্যথা!
জেনে শুনে কেন তবে
করি এ মমতা?
সংযোগ বিয়োগ শুধু
ছেলে খেলা প্রায়
আপনি করিছে সেই
সতত ধরায়।
খেলার পুতুল মাত্র
আমরা সবাই।
খেলা শেষে সব ফেলে
যেতে হবে ভাই॥
যাইবার সময় ও
ঠিক কিছু নাই।
করিবার আছে যাহা
শেষ কর তাই॥
করিব বলিয়া কাজ
রাখা ভাল নয়।
কেহ নাহি জানে সেই
তলপ সময়॥

আমরা যে যাহা করি
তাহাই যে কর্ম্ম।
তাহা ছাড়া কিবা আছে
মানবের ধর্ম্ম ?
সুন্দর হইলে কর্ম্ম
সেই ভগবান
নিজে দেন সদা তার
যোগ্য প্রতিদান।
অতএব নিজ কর্ম্ম
কর হৃষ্টচিতে।
ভুলিয়াও না যাইবে
কভু আর পথে।

বাঙলার গুরু

বাঙলার গুরুকুল করিয়াছে মহাভুল
হেন বৃত্তি করিয়া গ্রহণ।
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ইহা জানে গুরু বেশ তাহা
দুঃখ তাই করে না কখন॥
দুঃখই সুখের মূল জেনেছে এ সত্য স্থূল
সত্যাশ্রয়ী আত্ম-সেবিগণ।

এই সব মুনিগণ করে কর্ম্ম অনুক্ষণ
সহিষ্ণুতার সঙ্গে কেমন ॥
সহিষ্ণু তরুর মত গুরুগণ এ জগত
প্রমাণ করিছে অনুক্ষণ।
দেশের পুরুত যারা এত কষ্ট পায় ধরা
চিন্তা কেহ কভু করে না কখন ॥
জগতের মহাজন এই সব গুরুগণ
নাহি চিন্তে আপন মঙ্গল।
করি এ ব্রত গ্রহণ জ্ঞানমার্গে পর্য্যটন
করে শুধু সেই ভূমণ্ডল ॥
জীবনোৎসর্গ করি জ্ঞানের বিস্তার করি
ধন্য সেই হয় অনুক্ষণ।
নিয়ে হাতে জ্ঞান-বাতি করে বিশ্বে গতায়তি
শ্রেষ্ঠ তাঁর জীবন-ভূবন ॥
নাহি কোন উচ্চ আশা জানে শুধু ভালবাসা
প্রেমের ঠাকুর সে ধরায়।
শত ছিন্ন সে বসন সুখে করে সে ধারণ
জগতের কাঙাল সে হায়!
রাজা প্রজা ধনীজন এ সকল শিষ্যগণ
ফিরিয়া না চাহে গুরু পানে।
আশ্চর্য্য ইঁহার মত আছে কিবা এ জগত
গুরুকে কেহই নাহি জানে ॥

সমাজ-স্বজন যারা ঘৃণা সবে করে তারা
বলিয়া তাঁহাকে দীনহীন।
ভদ্রগণ উচাটন হয় যে গো অনুক্ষণ
হেরিলে সভাতে এ শ্রীহীন॥
এমন নীরব কর্ম্মী এমন দেশমরমী
কোথা কভু নাহি দেখা যায়।
আত্মভোলা আত্মসেবী ত্যাগের উজ্জ্বল ছবি
একমাত্র গুরুই ধরায়॥

চাঁদের আত্মকথা।

ঘোরা-অমানিশা গর্ভে
তোমার জনম।
লভিলে সাধনে কালে
পূর্ণতা কেমন॥
এত স্নিগ্ধ এত কম
তনুটি তোমার
হেরিলে আনন্দ প্রাণে
হয়গো সবার।
তোমার আলোকে প্রতি
পলকে পলকে

স্নান করে সারা বিশ্ব
স্বর্গীয় পুলকে।
আঁধারেরই সন্তান
সদা এই আলো
ব্যাপারটা বুঝা ঠিক
গেল কি গো ভাল ?
সৃষ্টির প্রথমে ছিল
জমাট আঁধার।
আলো সৃষ্ট হয় পরে
ইচ্ছায় তাঁহার॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে
যতকিছু হয়।
সকলই হয় ভবে
তাঁহারি ইচ্ছায়॥
সাধনালব্ধ সংসারে
সকলি নিশ্চয়।
সাধনায় অসম্ভব
ও সম্ভব হয়॥
অসম্ভব হয় পাপী
দুর্ব্বলের কথা।
সবল বা শাক্ত কভু
জানে না সে গাঁথা॥

দুর্ব্বল পাপীর পাপ
বিষাদের কথা
বিষাদিত ক'রে তুলে
এই বিশ্ব সদা।
পাপ-অন্ধকারে সত্য
দেখা নাহি যায়।
টেনে আনে তাহা যত
মিথ্যা পাপ হায়॥
পবিত্র কিরণ তব
ভূবন বিদিত।
জগত সংসার হয়
যাহে উদ্ভাসিত॥
নিজে হ'য়ে তম মৃত
কর তম নাশ
সাধনা তোমার বটে
সাবাস! সাবাস!!
পূর্ণতা আসিয়া যবে
দুকূল ভাসায়,
আনন্দ সবে তাহার
মাত্রা ছেড়ে যায়,
অমানিশা মহাকাল
চুপি চুপি আসি,

তোমার আনন্দ দিব্য
ঘুচায় হে শশী !
পরিপক্কতাই আনে
পচন শীলতা ।
কালগ্রস্ত হয় তাই
যতকিছু হেথা ॥
কালই আপন সাড়া
দিতেছে সতত ।
কালাধীন মোরা তবু
চিন্তা করি না ত ?

রক্ত জবা ।

রক্তজবা মনোলোভা ভক্তপ্রাণে
দাও তুমি কিবা আভা !
মহিমা তোমার সেই ভাল জানে
শাক্ত ভবে আছে যেবা ।
মায়ের পদের তুমি পুষ্পাঞ্জলী
জীবন তোমার ধন্য ।
বনফুল হয়ে দাও আত্মবলি
পারে কি এমন অন্য ?

বলি প্রয়োজন ভবে অনুক্ষণ
বলিই আত্মপ্রেরণা।
বলি সদা শক্তিলাভের কারণ
বলি জীবন সাধনা॥
বলির কারণ এ দেহ ধারণ
বলি দিয়া মোরা ধন্য।
বলির বিধান তাই অনুক্ষণ
শকতি পূজার জন্য॥
লভিতে জীবনে শক্তি মুক্তি জ্ঞান
হয় বলির বিধান।
ফুলসম জীবে কর শক্তিমান
দিতে আত্মবলি দান॥
ফুলের মতন নিষ্পাপ তেমন
কর নরে ভগবান
না হলে তেমন ওহে বন্ধুগণ
হবে কি মোদের ত্রাণ।

বিদ্যা ।

মানবের আছে যত সঙ্কীর্ণতা,
দীনতা, হীনতা অথবা অজ্ঞতা,
দূর ক'রে তুমি দাও হে নিমিষে,
জ্ঞানবাতি যবে জ্বাল হেসে হেসে ।
ভবে তুমি মাত্র শকতি মোদের ।
মুকতি উপায় তুমিই জীবের ॥
সদা নিয়ে তুমি তব দিব্য জ্যোতি
দিতেছ আঁধারে সে কিরণ-ভাতি ।
তোমার নির্ম্মল সুহাস্য মধুর
নিয়ে আসে শান্তি হইতে সুদূর ।
সত্য প্রেম দয়া-আদি গুণ যত
সেবা করে তারা সবে অবিরত ।
মানব মনের যতেক সংশয়
দূর কর তুমি হইয়া সদয় ।
পরমারাধ্যা হে অমরার ধন
কর কল্যাণ মোদের অনুক্ষণ ।
সদা সুনির্ম্মল তুমি স্বচ্ছ অতি ।
বেদে গাহে তব অতুল সুখ্যাতি ॥

হিন্দু বিধবা

হিন্দু বিধবা জীবন
বড় বিষাদের,
জলাঞ্জলি জীবনের
সকল সাধের।
একেত সংক্ষিপ্ত এই
মানব জীবন,
তিলে তিলে হয় যার
সদা বিসর্জ্জন।
দুদিনের হাসি-কান্না
কত আয়োজন,
নিমিষে ফুরায় যেন
নিশার স্বপন।
পাগলিনী প্রায় সেই
ফিরে সব ঠাঁই।
জগতের কোথায়ও
তার শান্তি নাই॥
চাহিলে দুখিনী সেই
অভাগিনী পানে,
কত দুঃখ কত ব্যথা
বাজে এই প্রাণে।

সাধনা বিহীন তার
গৃহ-কারাগারে,
নিশিদিন সে কেবল
হা-হুতাশ করে।
পাইয়া সাধন যোগ্য
মানব-জীবন,
কি মোহন সাজে তাহা
সাজাল তখন।
মানুষের সাধ আশা
কল্পনা সকল,
চপলার প্রায় হায়
সতত চঞ্চল।
চঞ্চল এ মন-প্রাণ
যত কিছু আর।
শুধু সেই ভগবান
সকলের সার॥
মহিমা কীর্ত্তনে যাঁর
আনন্দ বিমল।
চিন্তা তাঁরে কর সদা
ভগিনী সকল॥
দয়ার সাগর সেই
সর্ব্ব গুণাকর।

বন্ধু নাই তাঁর মত
সংসার ভিতর ॥
ব্যথিতের ব্যথা যদি
না বুঝে সে হরি।
কেন তবে বলে সবে
তাঁরে ব্যথাহারী ?
মুকতি সবার ভগ্নী
আসিছে সত্বর।
বুঝিছে আপন ভুল
স্বার্থপর নর ॥
অন্যায় অস্থায়ী সদা
রহে কতক্ষণ ?
ভাতিছে ঐ সত্য ভানু
অদূরে কেমন !

—মায়ের বোধন—

আজি বাজিছে মায়ের
সে বোধন বীণা।
বাজিয়েছিল যেমন
ব্রজে কেলেসোনা ॥

শুনি সে মোহন বাঁশী
হয় প্রাণোদাসী।
আনন্দ না ধরে যত
দেশী কি প্রবাসী॥
হিংসা-দ্বেষ ভুলি সবে
আনন্দে ভাসিছে।
হিংসা মহাপাপ এবে
ছুটে পালিয়েছে॥
মোদের ক্ষুদ্রত্ব সদা
যায় ত্বরা ঘুচে,
গেলে ভাই যত সব
বৃহতের কাছে।
মোদের সে ভগবান
অনন্ত মহান।
কেহ নাহি ভবে কভু
তাঁহার সমান॥
মানবের মন তাই
নেচে নেচে হায়,
স্বতঃই যে অনিবার
তাঁরি পানে ধায়।
মোদের হৃদয়-বীণা
কি ঝঙ্কারহীনা?

সে যে রাধানামে সাধা
সেই কানু বীণা।
আজি ব্রজগোপী ভাবে
উন্মত্ত যে সবে।
ছুটিছে সে প্রেম-স্রোত
কল কল রবে॥
সংসারের আধিব্যাধি
সঙ্কীর্ণতা আদি
দূর করি দেয় সেই
অসীম অনাদি।
বন্ধুগণ! চিন্তা তাঁর
কর অহর্নিশ।
পূর্ণ মাত্র সেই শুধু
জয় জগদীশ॥

—সমুদ্র—

সীমাহীন অন্তহীন
ওহে পারাবার!
র'য়েছ বিশ্রান্ত ধরা
যেন নিরাকার।

তোমার বিশাল বপু
বিশাল আকার।
পারে কি করিতে ক্ষুদ্রে
ধারণা তোমার ?
ধারণাতীত হে তুমি !
ক্ষুদ্র জীব মোরা।
বুঝি না তোমাকে কভু
বুঝি কি সে মোরা ?
শান্তের সমষ্টি সেই
অনন্ত নিশ্চয়।
যাহা হ'তে এসে পুনঃ
যাহাতে মিশায় ॥
শান্ত ও অনন্তে কোন
পার্থক্যই নাই।
দুই সদা এক যে গো
দ্বিধা কিছু নাই ॥
ধারণার ত্রুটি হেতু
দুই দৃষ্ট হয়।
বাস্তবিক, মূলে কিন্তু
দুই কভু নয় ॥
অনন্ত হইতে মোরা
অনন্তে মিলাই।

জগতের চিরন্তন
প্রথা যে ইহাই ॥
অজ্ঞ জীবগণ মোরা
দোষ চিন্তা করি,
হইতেছি নষ্ট শুধু
দ্বৈতবুদ্ধি ধরি।
অনন্তে বিশ্বাস শূন্য
লক্ষ্মীছাড়া মোরা,
দুঃখকষ্ট সদা পাই
তাই এই ধরা।
ঐ যে অনন্ত অসীম
কালো জলরাশি,
স্মরণ করিয়ে দেয়
সেই কালোশশী।
ক্ষুদ্র আত্মা এই গেলে
বৃহৎ সকাশে,
বৃহৎ হয় সে কিছু
সাময়িক পাশে।
বৃহৎ না হয় দুষ্ট
দুষ্ট অত্যাচারে।
ক্ষুদ্র হয় আরো ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র ব্যবহারে ॥

অতএব, কর সবে
বৃহত্তের সেবা।
বৃহৎ স্বরূপ তাঁর
জানে না তা' কেবা?
বৃহতে শ্রদ্ধাবান যে
হয়গো সদাই।
মঙ্গল ব্যতীত তার
অমঙ্গল নাই॥
সে মঙ্গলময় সদা
বিপুল মহান।
বৃহৎ তাঁহার মত
কে আছে এখান?
ক্ষুদ্রেরি মঙ্গল হেতু
নিজে ভগবান,
বিতরে করুণা সদা
তাই সে মহান।
বৃহতে ক্ষুদ্রত্ব কভু
রহিতে না পারে।
যদিও ক্ষুদ্রত্ব তাঁরে
হিংসে অনিবারে॥
হিংসা-পাপে নষ্ট হয়
ক্ষুদ্রে অবিরত।
দেখিয়া হাসে গো তাহা
বৃহৎ সতত॥

—কান্না—

কান্না! তুমিই মোদের
হৃদয়-ঝরণা।
মোরা কেঁদে করি শুধু
হৃদয় মার্জ্জনা॥
মোদের প্রাণের যত
যাতনা বেদনা,
সতত দিতেছে যে গো
বাহিরেতে হানা।
মোদের বাহির সদা
মুকুর মধ্যের।
দেখিতেছে তাহা যত
জ্ঞানী এ ভবের॥
পাপ-দুঃখ মেখে যবে
আচ্ছন্ন এ হিয়া।
হাল্কা করি মোরা তাহা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
পাপ বিষাদের গাঁথা
সতত গাহিয়া.
বিষাদিত ক'রে মোরা
তুলি এ দুনিয়া।

মোদের স্বার্থের কান্না
কেহই দেখে না।
সংসারে পরের তরে
কাঁদে কয়জনা ?
মোদের এ হৃদয়ের
যত দুঃখ জ্বালা,
জীবন মোদের শুধু
করে ঝালাপালা।
স্বার্থময় এ বিশ্বের
বিষয় সকল,
দুঃখ-কষ্টই সতত
দিতেছে কেবল।
মায়ার কষাঘাত এ
যাতনা বেদনা,
কষ্ট দেয় ভবে যত
মায়াধীন জনা।
মায়াই দুঃখের হেতু
শত্রুরূপে যাহা
করিছে জীবকে নষ্ট
অহর্নিশ আহা !
মায়ার ছায়ারূপ এ
পুত্র পরিজন

সতত কেবল হয়
সংসার বন্ধন।
সংহার মূর্ত্তিতে মহা-
মায়া অনুক্ষণ
করিছে মধুর এই
বাণ বরিষণ।
মায়া জ্ঞানতা রাক্ষসী
দূর কর ভাই।
যার মত শত্রু হেথা
আর কিছু নাই॥
মায়ার সংসার এই
কি চমৎকার!
বুঝিবে রহস্য সাধ্য
আছে বা কাহার?

রীতিত্রয়।

নিয়ম তিনটি আছে
প্রচলিত যাহা।
গ্রহণ করিছে যাহা-না [illegible]
যে যেমন তাহা ॥
দোষ ইথে কভু কা'রে
দেওয়া না চলে।
কর্ম্ম যত হয় সব
প্রাক্তনের ফলে ॥
আত্মঘাতী কর্ম্ম সদা
করিতেছে যেবা
নরপশু তার মত
ভবে আছে কেবা ?
আত্মসেবা নাহি করে
যেই বন্ধুগণ।
বিষাদে মগন তারা
রহে অনুক্ষণ ॥
সাধারণ ধারা যাহা
করে সাধারণে।
ভাল কিংবা মন্দ তারা
করে প্রতিদানে ॥

ভাল মন্দ দুই তারা
করে অনুক্ষণ।
সংসারীর রীতি ইহা
জেন সর্ব্বজন ॥
উৎকৃষ্ট নিময় যাহা
কেমন সুন্দর !
গড়িয়া তুলে জগত
স্বর্গ মনোহর ॥
প্রাণ দিয়া উপকার
কর জগতের।
ভাল মন্দ যাহা যেবা
করুক মোদের ॥

বিশ্বাস ।

আস্থাহীন মোরা দীন
কষ্ট পাই সদা হায় ।
সে বিশ্বাস হৃদাকাশ
দেখা কভু নাহি যায় ॥
দুষ্ট মন অনুক্ষণ
কহে যে গো নানা কথা ।
এইভাবে সদা ভবে
আসে যত দুঃখ ব্যথা ॥
অবিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস
আনে শুধু হাহুতাশ ।
তাই, বলি বন্ধুগুলি
ত্যজ হেন অবিশ্বাস ॥
অবিশ্বাসে হৃদাকাশে
মিথ্যা মেঘ ভেসে আসে ।
ছাড়ি তাহা মোর আহা
নাহি যাই তার পাশে ॥
কহে গুণী মহামুণি
বিশ্বাসে সব মিলায় ।
আস্থাহারা মোরা যারা ।
কষ্ট পাই শুধু হায় !

বিশ্বাসীরা এই ধরা
সুখী হয় অনুক্ষণ।
বিশ্বাসোপরি সেই হরি
রচে তাঁর দিব্যাসন ॥
ব্যথাহারী সে মুরারী
শান্তিদাতা এ ভবের।
ডাক তাই যত ভাই
শান্তি দেয় যে সবের ॥
যাহা সত্য হয় নিত্য
চিরদিন এ সংসার।
বর্ত্তমান হে ধীমান
জেন কিন্তু সত্য সার ॥

তুমি ।

তুমি অপরূপ
ওহে বিশ্বরূপ
না জানি কিরূপ
তোমার স্বরূপ
অজ্ঞানতাবশে
ফিরি দেশে দেশে ।
ঘুরি নানা দেশে
পাই মাত্র ক্লেশ ।
এইরূপে হরি
হয় বিভাবরী ।
সারা দিন ঘুরি,
নানা কর্ম্ম করি
কর্ম্মক্লান্ত দেহে
আসি তব গেহে ।
অহঙ্কার আর
না থাকে আমার ।
অহঙ্কার গেলে
দয়া তব মিলে ।
তন্ময়তা এলে
যায় আর চলে ।

জানিলে তোমাকে
বাকি কিবা থাকে ?
নাহি জানি তাহা
করি যাহা তাহা।
হইলে সময়,
হয় জ্ঞানোদয় ॥
সে দিব্য আলোকে
চাহি দিকে দিকে।
না হেরি তখন
কিছুতো কখন।
হেরি আমি শুধু
তোমাকে হে বন্ধু !
সে দিব্য মূরতি,
সমুজ্জ্বল ভাতি,
করে তিরোহিত
তমসা সঞ্চিত।
তোমার ইচ্ছায়
সকলই হয়।
আমার ইচ্ছায়
কেবল জ্বালায়।

—সমাপ্ত—